বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি

(www.xiclassadmission.gov.bd)

ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা,যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর, বাংলাদেশ মাদরাসা ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি নির্দেশিকা

(২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষ)

(সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোক)/দাখিল (ভোক) পরীক্ষায় যে কোন সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য)

ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইট

(www.xiclassadmission.gov.bd)

সাধারণ নির্দেশনা:

- ▶ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কলেজ/মাদরাসা/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে একাদশ শ্রেণিতে অন-লাইন অথবা SMS-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
- ▶ ৬ - ১৮ জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে এসএসসি/ সমমান পরীক্ষায় ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যে কোন সালে) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেকে অন-লাইন অথবা SMS-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
- ▶ ভর্তি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সময় সূচি, ভর্তি নির্দেশিকা, আবেদনের ব্যবহার বিধি ও ফলাফল নির্ধারিত ওয়েবসাইট **(www.xiclassadmission.gov.bd)** থেকে জানা যাবে।
- ▶ অন-লাইন / SMS আবেদনে শিক্ষার্থীর কোন তথ্য অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হলে তার আবেদন / চূড়ান্ত ভর্তি বাতিল করার অধিকার বোর্ড কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- ▶ অন-লাইনে সর্বোচ্চ ৫টি কলেজে/মাদরাসায়/কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদনের জন্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) এবং SMS-এর মাধ্যমে প্রতি আবেদনের জন্য ১২০/- (একশত বিশ টাকা মাত্র) আবেদন ফি প্রদান করতে হবে।
- ▶ এই ভর্তি নির্দেশিকার যে কোন ধারা/ নিয়মাবলীর সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন বা বাতিল করার অধিকার আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১। ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন ঃ

১.১ ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এর অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ (শিক্ষাবর্ষ: ২০১৫-২০১৬) এই নীতিমালার অন্যান্য বিধানবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে/মাদ্‌রাসায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে পাসের সনের বাধবাধকতা থাকবে না।

১.২ বিদেশী কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর (ভর্তি নীতিমালা-২০১৫ এর দফা (২.১) এর অধীনে) ভর্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

১.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথাঃ

i) সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রেঃ
- (ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি;
- (খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কান একটি এবং
- (গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি।

ii) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রেঃ
- (ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, সাধারণ শিক্ষা মুজাব্বিদ শাখার যে কোন একটি;
- (খ) সাধারণ শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সাধারণ শিক্ষা মুজাব্বিদ শাখার যে কোন একটি;
- (গ) মুজাব্বিদ শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের I মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের , সাধারণ শিক্ষা মুজাব্বিদ শাখার যে কোন একটি;

iii) কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্ষেত্রে ঃ
- (ক) এসএসসি (ভোক)/ দাখিল (ভোক) শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক শাখার যে কোন একটি;

২। অন-লাইন **অথবা SMS-এর মাধ্যমে ভর্তির আবেদন দাখিলের জন্য করণীয়:**

ধাপসমূহ	করণীয়
অন-লাইনে আবেদন	আবেদনকারীকে নির্ধারিত website-এ (www.xiclassadmission.gov.bd) যেয়ে **Apply Online**-এ **Click** করতে হবে; এর পর প্রদর্শিত তথ্য ছকে এসএসসি/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, বোর্ড ও পাসের সন সঠিকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে। আবেদনকারীর দেয়া তথ্য সঠিক হলে তার ব্যক্তিগত তথ্য ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA দেখতে পাবে। এর পর নিজের/অভিভাবকের ব্যবহৃত যে কোন মোবাইল নম্বর এবং কোটা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) দিতে হবে। এই মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে প্রার্থীকে SMS প্রেরণ করা হবে বিধায়- নম্বরটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য ২ বার এন্ট্রি দিতে হবে। অত:পর তাকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রুপ, শিফট এবং ভার্সন Select করতে হবে ।
অন-লাইনে আবেদনে কলেজ/মাদরাসা/ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রম (Priority) দেয়া	অন-লাইনে আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন কলেজে/মাদরাসার নাম Select করলে সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায় একাদশ শ্রেণির গ্রুপ/শিফট/ ভার্সন সমূহের নাম দেখতে পাবে। প্রথমে যে কলেজ/মাদরাসাটি নির্বাচন করবে- সেটির পছন্দক্রম (Priority) ১ম হবে এবং দ্বিতীয় বার নির্বাচনকৃত কলেজ/মাদরাসাটির পছন্দক্রম (Priority) ২য় হবে। একইভাবে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ ৫ টি কলেজে/মাদরাসায় পছন্দক্রম (Priority) দিয়ে আবেদন করতে পারবে। ফরমটি Submit করার পূর্ব পর্যন্ত পছন্দক্রম (Priority) পরিবর্তন করার সুযোগ থাকবে। আবেদন ফরমটি সফলভাবে Submit করা হলে- প্রার্থী তার Application ID এবং Password পাবে। তাছাড়াও, প্রার্থীর মোবাইলে এ সংক্রান্ত ১টি SMS বার্তা যাবে। একই কলেজে/মাদরাসায় একাধিক শিফটে বা ভার্সনে বা গ্রুপে আবেদন করলেও একটি কলেজ/মাদরাসা হিসাব করে মোট ৫টি কলেজের/মাদরাসার জন্য একজন শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবে।
কোটা	১। অন-লাইনে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে তথ্য ছকের নির্দিষ্ট স্থানে তার জন্য প্রযোজ্য কোটা Select করবে। কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত মূল সনদ পত্র থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে কলেজ/মাদরাসা কর্তৃক যাচাইকরণ হবে বিধায় কোটার অপসন (Option) দেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে। একজন প্রার্থী একাধিক কোটার যোগ্য হলে- প্রাথী তা অন-লাইন আথবা

ধাপসমূহ	করণীয়
	SMS - উভয় পদ্ধতিতে দিতে পারবে। কোটাসমূহ হল- মুক্তিযোদ্ধা কোটা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধস্তন দপ্তরসমূহ স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা এবং প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্যদের সন্তানদের কোটা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ কোটা। ২। **সরকারী /আধাসরকারী/ স্বায়িত্বশাসিত/ মিশনারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কলেজ/মাদরাসা অথবা সমমানের প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোটা প্রযোজ্য হবে।** বিশেষ কোটায় আবেদনকৃত শিক্ষার্থীদেরকে বিশেষ কোটা প্রাপ্তির উপযুক্ত প্রমানাদি সংশ্লিষ্ট কলেজে/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ১৯ জুন ২০১৫ তারিখের মধ্যে জমাদান করতে হবে, অন্যাথায় শিক্ষার্থী বিশেষ কোটার সুবিধা পাবে না।
ফরম চূড়ান্তকরণ এবং প্রিন্টিং	অন-লাইনে সঠিক তথ্যসহ ছক পূরণ করে প্রথমে Save করতে হবে। ফরমটি অনলাইনে Submit করা হলে আবেদনকারীর নাম, Application ID এবং Password কলেজ/মাদ্রাসা পছন্দক্রমসহ একটি নতুন pdf ফরম website-এ দেখা যাবে। আবেদনকারী চাইলে উক্ত ফরমটি Download করে (A4 (8.5”×11”) সাইজের অফসেট সাদা কাগজে প্রিন্ট (Print) নিতে পারবে।
SMS-এর মাধ্যমে আবেদন	শুধুমাত্র টেলিটকের মোবাইল সিম (প্রি-পেইড মোবাইল) ব্যবহার করে SMS এর মাধ্যমে প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে। নিম্নলিখিত নিয়মে SMS এর মাধ্যমে আবেদন যেতে হবে। <u>ধাপ ১: মোবাইলে মেসেজ অপসন (Message Option) এ যেয়ে এবং টাইপ করতে হবে।</u> CAD<Space> ভর্তিচ্ছু কলেজের/মাদরাসার EIIN <space> ভর্তিচ্ছু গ্রুপের নামের দুই অক্ষর <space> এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষও <space> এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের রোল নম্বও <space> এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের সন (চার অংকের সংখ্যা) <space> ভর্তিচ্ছু শিফটের নামের প্রথম অক্ষর (সিফট না থাকলে N দিতে হবে)<space> ভার্সনের প্রথম অক্ষর, লিখে ১৬২২২ নম্বরে Send করতে হবে। <u>ধাপ ২: কোটার জন্য টাইপ করতে হবে।</u> CAD <Space> ভর্তিচ্ছু কলেজের/মাদরাসার EIIN <space> ভর্তিচ্ছু গ্রুপের নামের দুই অক্ষর <space> এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষও <space> এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের রোল নম্বর <space> এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের সন (চার অংকের সংখ্যা) <space> ভর্তিচ্ছু শিফটের নাম প্রথম অক্ষর (সিফট না থাকলে N দিতে হবে) <space> ভার্সনের প্রথম অক্ষর <space> কোটা নামের দুই অক্ষর, লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে । উদাহরণঃ CAD 696954 SC DHA 123456 2015 D B FQ ব্যাখ্যা ঃ এখানে 696954 ভর্তিচ্ছু কলেজের/মাদরাসার EIIN, SC- ভর্তিচ্ছু গ্রুপের (Science) দুই অক্ষর, DHA- এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের বোর্ডের (Dhaka) নামের প্রথম তিন অক্ষর, 123456 - আবেদকারীর এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের রোল নম্বর, ২০১৫- এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের সন, D- শিফটের (Day) নামের প্রথম অক্ষর, B- ভার্সন (Bangla) এর প্রথম অক্ষর, FQ-মুক্তিযোদ্ধার (Freedom Fighter) কোটা ▪ <u>বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর:</u> Dhaka Board এর জন্য DHA, Comilla Board এর জন্য COM, Rajshahi Board এর জন্য RAJ, Jessore Board এর জন্য JES, Chittagong Board এর জন্য CHI, Barisal Board এর জন্য BAR, Sylhet Board এর জন্য SYL, Dinajpur Board এর জন্য DIN, Madrasha Board এর জন্য MAD এবং Technical Education Board এর জন্য TEC। ▪ <u>ভর্তিচ্ছু গ্রুপের Key Word:</u> ক) সাধারণ শিক্ষা বোর্ড ঃ Science এর জন্য SC, Humanities এর জন্য HU, Business Studies এর জন্য BS, Home Economics এর জন্য HE এবং Islamic Studies এর জন্য IS, Music এর জন্য MC লিখতে হবে। খ) মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ঃ

ধাপসমূহ	করণীয়

Science এর জন্য SC, General এর জন্য GE এবং Muzabbid এর জন্য MU লিখতে হবে।

গ) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ঃ

নিম্নের ছকে বিভিন্ন গ্রুপের Key Word সমূহ দেয়া হল-

Group Name	**Key Word**	**Group Name**	**Key Word**
HSCVOC - Agro Machinery	AM	HSCVOC - Industrial Wood Working	IW
HSCVOC - Automobile	AU	HSCVOC - Poultry Rearing and Farming	PR
HSCVOC - Building Maintenance and Construction	BC	HSCVOC - Refrigeration and Air-conditioning	RA
HSCVOC - Clothing and Garments Finishing	CG	HSCBM - Accounting	HA
HSCVOC - Computer Operation and Maintenance	CO	HSCBM - Banking	HB
HSCVOC - Drafting Civil	DC	HSCBM - Computer Operation	HC
HSCVOC - Electrical Works and Maintenance	EW	HSCBM - Entrepreneurship Development	HE
HSCVOC - Electronic Control and Communication	EC	HSCBM - Secretarial Science	HS
HSCVOC - Fish Culture and Breeding	FC	DCOM - Shorthand	DS
HSCVOC - Machine Tools Operation and Maintenance	MT	DCOM - Accounting	DA
HSCVOC - Welding and Fabrication	WF		

ঘ) ডিপ্লোমা-ইন-বিজনেস স্টাডিজ ঃ

Secretarial Science (Bangla) এর জন্য BA, Secretarial Science (English) এর জন্য EN এবং Accunting এর জন্য AC লিখতে হবে।

- শিফটের Key word:

  Morning এর জন্য M, Day এর জন্য D, Evening এর জন্য E এবং আবেদনকৃত কলেজে/মাদ্‌রাসার যদি কোন শিফট না থাকে তবে সিফটের স্থানে N লিখতে হবে।

- ভার্সনের Key Word:

  Bangla ভার্সনের জন্য B, English ভার্সনের জন্য E লিখতে হবে।

- কোটার Key Word:

  মুক্তিযোদ্ধা কোটার জন্য FQ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধঃস্তন দপ্তরসমূহ স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা এবং প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্যদের সন্তানদের কোটার জন্য EQ এবং কোন বিশেষ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ কোটার জন্য SQ লিখতে হবে। কোন আবেদনকারীর একাধিক কোটায় আবেদন করার যোগ্যতা থাকলে কমা (,) দিয়ে একাধিক কোটা উল্লেখ করতে হবে। যেমন-কোন শিক্ষার্থী মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশেষ কোটায় আবেদনের যোগ্যতা থাকলে তাকে কোটার জন্য FQ, SQ লিখতে হবে। কোন আবেদনকারীর উল্লেখিত কোটার আওতাধীন না হলে কোটার অপসনে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।

ধাপ ৩: আবেদন ফি প্রদানের নিয়মঃ

১ম ও ২য় ধাপে বর্ণিত SMS টি সফলভাবে সম্পন্ন হলে- ফিরতি SMS এ আবেদনকারীর নাম, কলেজ/মাদরাসার EIIN ও নাম, গ্রুপের নাম এবং শিফটসহ ফি বাবদ ১২০/- (একশত বিশ টাকা মাত্র) কেটে নেয়া হবে এবং তা জানিয়ে একটি PIN প্রদান করা হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে Message অপসনে যেয়ে CAD <space> Yes <space> PIN <space> Contact Number (নিজের ব্যবহৃত যে কোন মোবাইল নম্বর) লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রদত্ত মোবাইল

ধাপসমূহ	করণীয়
	নম্বরে SMS-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী Application ID এবং Password পাবে। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী পরবর্তীতে আবেদনের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এবং পছন্দক্রম (Priority) ও প্রদত্ত কোটা সংশোধন/পরিবর্তন করা যাবে।
SMS এ আবেদনে কলেজ/মাদরাসা পছন্দক্রম (Priority) দেয়া	১। আবেদনকারী যদি প্রথমে SMS এর মাধ্যমে আবেদন করে, তবে তার প্রথম আবেদনটির (কলেজ/মাদরাসা) পছন্দক্রম (Priority) হবে ১ম। এভাবে দ্বিতীয় বার SMS এর মাধ্যমে আবেদন করলে সেই আবেদনটির (কলেজ/মাদরাসা) পছন্দক্রম (Priority) হবে ২য়। পরবর্তী আবেদনসমূহের একইভাবে পছন্দক্রম (Priority) নির্ধারিত হবে। ২। আবেদনকারী যদি প্রথমে অন-লাইনের মাধ্যমে আবেদন করে, তবে তার আবেদনকৃত কলেজ/মাদরাসা সমূহের পছন্দক্রম (Priority) নির্ধারনের বিষয়টি পুর্বেই বর্ণিত হয়েছে। ৩। আবেদনকারী যদি প্রথমে অন-লাইনে আবেদন করার পর আবারও SMS এর মাধ্যমে আবেদন করে, তখন তার আবেদনটির (কলেজ/মাদরাসা) পছন্দক্রম (Priority) ইতিপুর্বে অন-লাইনে দেয়া সর্বশেষ পছন্দক্রমের সাথে ১ যোগ করে নির্ধারন করা হবে। এভাবে SMS এর মাধ্যমে পরবর্তী আবেদনসমূহের পছন্দক্রম (Priority) নির্ধারিত হবে। ৪। আবেদকারী যদি প্রথমে SMS এর মাধ্যমে আবেদন করার পর আবারও অন-লাইনে আবেদন করে, সে ক্ষেত্রে SMS এর মাধ্যমে গৃহীত সর্বশেষ আবেদনটির পছন্দক্রম (Priority) এর সাথে ১ যোগ করে অন-লাইনের প্রথম আবেদনটির পছন্দক্রম (Priority) নির্ধারিত হবে। অন-লাইনে আবেদনকৃত পরবর্তী কলেজে/মাদরাসার পছন্দক্রম (Priority) একইভাবে এক যোগ করে বর্ধিত হয়ে নির্ধারিত হবে।
আবেদনের ফি প্রদান	১। শুধুমাত্র টেলিটকের মোবাইল (সিম প্রি-পেইড মোবাইল) ব্যবহার করে প্রার্থীরা তাদের অন-লাইনের আবেদন ফি SMS এর মাধ্যমে প্রদান করতে পারবে। একই কলেজে/মাদরাসায় একাধিক শিফটে বা ভার্সনে বা গ্রুপে আবেদন করলেও একটি কলেজ/মাদরাসা হিসাব করে মোট ৫টি কলেজের/মাদরাসার জন্য ১৫০/- (এক শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) প্রদান করতে হবে। অন-লাইনে সফলভাবে আবেদন Submit হওয়ার পর, প্রার্থী তার Application ID ব্যবহার করে টেলিটকের সিমের মাধ্যমে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) ফি জমা প্রদান করবে এবং ফি সঠিকভাবে জমা হলেই প্রার্থী একটি SMS বার্তা পারে। অতঃপর Message অপসন (Option) এ গিয়ে নিম্নলিখিত নিয়মে আবেদন ফি প্রদান করা যাবে- CAD <space> WEB <space> Application ID লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে। ফিরতি SMS এ আবেদনকারীর নাম, Application ID, কলেজে/মাদরাসার সংখ্যা এবং শিফটসহ ফি বাবদ ১৫০/- টাকা কেটে নেয়া হবে তা জানিয়ে একটি PIN প্রদান করা হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে Message অপসন (Option) এ গিয়ে CAD <space> Yes <space> PIN লিখে 16222 নম্বরে Send করতে হবে । এখানে উল্লেখ্য যে, আবেদন ফি প্রদান না করা পর্যন্ত অন-লাইনে দাখিলকৃত আবেদনটি গৃহীত হবে না। ২। SMS এর মাধ্যমে একজন আবেদনকারী এশাধিক কলেজে (মাদরাসায়), একই কলেজে (মাদরাসায়) এশাধিক গ্রুপে/একই কলেজে (মাদরাসায়) অথবা এশাধিক শিফটে আলাদাভাবে আবেদন করতে পারবে, তবে প্রতি ক্ষেত্রেই ফি বাবদ ১২০/- (একশত বিশ টাকা মাত্র) কেটে নেয়া হবে।
পুনঃনিরীক্ষন আবেদনকরীদের নির্দেশনা	যে সমস্ত শিক্ষার্থী **পুনঃনিরীক্ষনের জন্য আবেদন করছে- তারাও. ৬ - ১৮ জুন ২০১৫ইং তারিখে মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজের চাহিদাকৃত নুন্যতম GPA এর শর্তপূরণ সাপেক্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করবে। কোন শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হলে, পুর্বে আবেদনকৃত কলেজ ছাড়া অন্য কোন কলেজে আবেদনের নুন্যতম GPA এর শর্তপূরণ হলে- ঐ সমস্ত কলেজে ২১ জুন ২০১৫ইং তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।**
আবেদনকৃত ফরমে পছন্দক্রম (Priority) ও কোটা সংশোধন	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন আবেদনকারী তার আবেদনকৃত কলেজ/মাদরাসা সমূহের পছন্দক্রম (Priority) ও প্রদত্ত কোটা সংশোধন বা পরিবর্তন করতে চাইলে শুধুমাত্র অন-লাইনে তার Application ID এবং Password দিয়ে Login করে OTP (One Time Password) এর মাধ্যমে পছন্দক্রম (Priority) ও কোটা পরিবর্তন /সংশোধন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে, পুনঃনিরীক্ষনে যাদের ফল পরিবর্তণ হবে- তারা তাদের পছন্দক্রম (Priority) ২১ জুন ২০১৫ইং তারিখের মধ্যে পরিবর্তন /সংশোধন করতে পারবে

৩। মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অধঃস্তন দপ্তরসমূহ এবং বিশেষ কোটা সম্পর্কিত তথ্য ও সংরক্ষিত আসন।

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে।

৩.২ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সদরের কলেজ/মাদরাসা সমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসার ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% উল্লিখিত বিভাগীয় সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধঃস্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও গভর্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারন কোটায় ভর্তি করা হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

৩.৩ বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের কলেজ/মাদরাসা গুলোতে ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% জেলা সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধঃস্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও গভর্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান / সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে।

৩.৪ দফা (৩.২) ও (৩.৩) এ উল্লিখিত ৯০% আসনে বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা থাকবে না এবং উক্ত নির্বাচন বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনকে প্রভাবিত করবে না।

৩.৫ সরকারী /আধাসরকারী/ স্বায়িত্বশাসিত/ মিশনারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কলেজ/মাদরাসা অথবা সমমানের প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোটা প্রযোজ্য হবে।। এই কোটার শতকরা হার (মোট আসন সংখ্যার) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৪। ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, মেধামান নির্ধারণ এবং ফলাফল প্রকাশ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য

৪.১ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির নীতিমালা-২০১৫ অনুসরণপূর্বক ভর্তির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও মেধামান নির্নয় করা হবে। আবেদনকারীদের বিভিন্ন কলেজে/মাদরাসায় /সমমানের প্রতিষ্ঠানে আবেদনের ভিত্তিতে ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট গ্রুপ/শিফট/ ভার্সন ও সিট সংখ্যা এবং নিম্নে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী মেধামান নির্ধারণপূর্বক আবেদনকারীদের পছন্দক্রমের (১ম পছন্দক্রম সর্ব প্রথম অগ্রাধিকার পাবে এবং এ ভাবে পরবর্তী পছন্দক্রম বিবেচনায় আনা হবে) ভিত্তিতে একজন আবেদনকারীকে ভর্তির জন্য শুধুমাত্র একটি কলেজে/মাদরাসায় /সমমানের প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত করা হবে।

৪.২ GPA-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারন করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১০x ৫ = ৫০ পয়েন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। এখানে উল্লেখ্যে যে, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৪৩ পয়েন্ট ধরা হবে। ২০১৩ ও ২০১৪ সালের ফলাফল ২০১৫ সালের ফলাফলের সাথে সমতুল্য করা হবে। অনুরূপভাবে মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত GP সমতুল্যকরণ করা হবে।

(খ) বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারনের ক্ষেত্রে সাধারন গনিত অথবা উচ্চতর গণিত /জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনা হবে।

(গ) দফা (খ) এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভুত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনা হবে।

(ঘ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনা হবে।

(ঙ) এক বিভাগের প্রার্থী অন্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট গ্রেড পয়েন্ট একই হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনা হবে।

(চ) দফা (ক) থেকে (ঙ) এর আলোকে মেধাক্রম নির্ধারণ না করা গেলে বর্ণিত একই নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টি নিস্পত্তি করা হবে।

৪.২। কোন স্কুল এন্ড কলেজে/মাদ্রাসার ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা ইত্যাদি) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে (ভর্তি নীতিমালা-২০১৫ এর ধারা ৩ এর উপরিধান (৩,২) ও (৩,৩) অনুসরণ করে) শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে।

৪.৩। ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের পর নির্দিষ্ট তারিখে মেধাতালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষর্থীদেরকে ফলাফল SMS বার্তায় জানানো হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের স্ব স্ব Application ID এবং Password ব্যবহার করে ওয়েবসাইট (www.xiclassadmission.gov.bd) থেকে ফলাফল জানতে পারবে। তাছাড়াও, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, বোর্ড নির্বাচন করে ভর্তি ফল জানতে পারবে।

৫। মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য:

ধাপসমূহ	করণীয়
লগইন **(Login)** ও কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের আবেদন	**মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত** শিক্ষার্থীকে **তার** Application ID এবং Password সঠিকভাবে এন্ট্রি করে Login (www.xiclassadmission.gov.bd) করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নাম, কলেজে/মাদরাসার নাম, সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায় বরাদ্দকৃত গ্রুপ/ শিফট /ভার্সন ও অন্যান্য তথ্যসমূহ প্রদর্শিত হবে। **মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত** কোন শিক্ষার্থী তার কলেজ/মাদরাসা/সমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে চাইলে প্রার্থীকে অবশ্যই অন-লাইনে ভর্তির আবেদন ফরমের কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিতে হবে। অন-লাইনে পরিবর্তনের জন্য টিক (√) চিহ্ন দিলেও, শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তি হতে হবে।
আবেদন ফরম পূরণ ও প্রিন্টিং	**সঠিক তথ্যসহকারে ভর্তির আবেদন ফরমটি save করে অনলাইনে** submit **করা হলে একটি চূড়ান্ত ভর্তির আবেদন ফরম** website (www.xiclassadmission.gov.bd)-এ **দেখা যাবে। প্রয়োজনে প্রার্থী উক্ত ফরমটি** A4 (8.5”×11”) সাইজের অফসেট কাগজে প্রিন্ট নিতে পারবে। পরবর্তীতে প্রয়োজনে Application ID এবং Password দিয়ে একাধিকবার ফরমটি প্রিন্ট নেয়া যাবে।
সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায় ভর্তি	**শিক্ষার্থী প্রিন্টকৃত ভর্তি ফরমটি অথবা** SMS-**এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায় ভর্তির জন্য যোগাযোগ করবে। শিক্ষার্থীর ভর্তি ফরম অথবা** SMS **এ কলেজ/মাদরাসা ভর্তি কমিটি নিশ্চিত করলে- উক্ত কলেজে/মাদরাসার নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক শিক্ষার্থীকে ভর্তি হতে হবে।**
কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তন ও করণীয়	**সংশ্লিষ্ট** কলেজে/মাদরাসায় গ্রুপ /শিফট/ ভার্সন ভিত্তিক আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ও মেধামানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে তার কলেজ/মাদরাসা পছন্দক্রমের উর্ধ্বক্রমে কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের ফলাফল **ভর্তি সংশ্লিষ্ট** website (www.xiclassadmission.gov.bd) থেকে জানা যাবে এবং SMS-**এর মাধ্যমে** জানানো হবে। শিক্ষার্থীর কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তন হলে website (www.xiclassadmission.gov.bd) - থেকে একই প্রক্রিয়ায় কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের ফরম সংগ্রহ করে কলেজে/মাদরাসায় জমা অথবা SMS **এ প্রাপ্ত বার্তা সংশ্লিষ্ট** কলেজে/মাদরাসায় প্রদর্শন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীকে পুনরায় ঐ কলেজে/মাদরাসায় ভর্তি হতে হবে। **উল্লেখ্য যে, কোন শিক্ষার্থীর কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তন হলে তার পূর্বের কলেজে/মাদরাসার ভর্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।**
চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চায়ন	**শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কলেজ/মাদরাসা ভর্তি হওয়ার পর কলেজ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদেরকে সফটওয়্যার সিস্টেমের মাধ্যমে নিশ্চায়ন করতে হবে। মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ভর্তি (কলেজ / মাদরাসায় যাবতীয় ফি জমা দেয়ার পর)** অন-লাইনে **কলেজ/মাদরাসা কর্তৃক নিশ্চায়ন করা হলে - শিক্ষার্থীকে তার ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এই মর্মে** SMS-**এর বার্তায় জানিয়ে দেয়া হবে।**

৬। কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তন, দ্বিতীয়/তৃতীয় মেধা তালিকার ফলাফল প্রকাশ এবং ভর্তি সম্পর্কিত জ্ঞাতব্যঃ

ক) প্রথম মেধা তালিকায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায়/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির পর - বিভিন্ন কলেজে/মাদরাসায় আসন খালি থাকা সাপেক্ষে শুধুমাত্র যে সমস্ত শিক্ষার্থী অন-লাইনে কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের অপসন (Option) **প্রদান করেছে, তাদেরকে বিবেচনায় এনে কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এই ফলাফলে যে সমস্ত শিক্ষার্থীর কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তন হবে- তাদেরকে কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের** SMS-**এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়াও, শিক্ষার্থীরা তাদের** Application ID এবং Password ব্যবহার করে website (www.xiclassadmission.gov.bd) - থেকে **কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের ফলাফল দেখতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই পরিবর্তনের ফলে পূর্বের ভর্তিকৃত আসনটি খালি হবে এবং ঐ শিক্ষার্থীর পূর্বের কলেজে/মাদরাসায় ভর্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।**

খ) প্রার্থীদের পছন্দমত কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের পর সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায় শুণ্য আসনের বিপরীতে ভর্তি নীতিমালা-২০১৫ অনুযায়ী আবারও অবশিষ্ট আবেদনকারীদের মধ্যে দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রনয়ন করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম মেধা তালিকায় নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও যে সমস্ত প্রার্থী ভর্তি হয়নি, তাদেরকে দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রনয়নের সময় বিবেচনা আনা হবে না।

গ) দ্বিতীয় মেধা তালিকায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায় পুর্বে বর্ণিত নিয়মে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। দ্বিতীয় মেধা তালিকায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হলে- আবারও শিক্ষার্থীদের কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের ফলাফল তৃতীয় মেধা তালিকায় প্রকাশের পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হবে।

ঘ) প্রয়োজন হলে তৃতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। তৃতীয় মেধা তালিকা প্রকাশের প্রয়োজন না হলে- সরাসরি রিলিজ স্লিপ চালু করা হবে।

৭। <u>রিলিজ স্লিপে আবেদন করার শর্তাবলী ও ফরম পূরণ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য ঃ</u>

যে সকল আবেদনকারী (SMS এবং অন-লাইন) ক) ভর্তির মেধা তালিকায় স্থান পায়নি, খ) ভর্তি বাতিল করেছে, গ) মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও বরাদ্দকৃত কলেজে/মাদরাসায় ভর্তি হয়নি এবং ঘ) যে সকল শিক্ষার্থী পূর্বে ভর্তির জন্য আবেদন করেনি, সে সকল শিক্ষার্থী রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন করতে পারবে।

ধাপসমূহ	করণীয়
লগইন **(Login)**	**ক) যে সকল শিক্ষার্থী পুর্বে ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল, সে সকল** আবেদনকারী তাদের Application ID এবং Password সঠিকভাবে এন্ট্রি করে website (www.xiclassadmission.gov.bd) Login করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নাম ও অন্যান্য তথ্যসহ রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম website-এ প্রদর্শিত হবে। এথানে উল্লেখ্য যে, এ সকল আবেদনকারীকে নতুনভাবে আর কোন প্রকার আবেদন ফি জমা দেয়ার প্রয়োজন হবে না। খ) যে সকল শিক্ষার্থী পুর্বে আবেদন করে নাই, তারা অন-লাইন এবং SMS এর মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত নিয়মেই আবেদন করবে এবং তাদেরকে যথাযথভাবে SMS এর মাধ্যমে আবেদন ফি জমাদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন কলেজে/মাদরাসায় আসন সংখ্যা খালি না থাকলে- শিক্ষার্থী ঐ কলেজে/মাদরাসায় আবেদন করতে পারবে না। শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট গ্রুপে/শিফট/ ভার্সনে আসন সংখ্যা খালি থাকা সাপেক্ষে কলেজে/মাদরাসায় আবেদন করতে পারবে।
অন-লাইনে আবেদনে কলেজ/মাদরাসায় ভর্তির পছন্দক্রম (Priority) দেয়া	রিলিজ স্লিপে অন-লাইনে আবেদন ফরমের College option-এ যেয়ে আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী কলেজ/মাদরাসা **Select** করলে ঐ কলেজে/মাদরাসার গ্রুপ/শিফট /ভার্সন ভিত্তিক শূন্য আসনের তালিকা দেখতে পাবে। এ পর্যায়ে আবেদনকারী তার **গ্রুপ/শিফট /ভার্সনের** তালিকা থেকে ঐ কলেজে/মাদরাসায় পছন্দক্রম (Priority) নির্ধারণ করে এন্ট্রি দিবে। এভাবে একজন আবেদনকারী তার পছন্দ অনুযায়ী **সর্বোচ্চ পাঁচটি কলেজে/মাদরাসার** পছন্দক্রম (Priority) নির্ধারণ করে এন্ট্রি দিতে পারবে।
ফরমে পছন্দক্রম (Priority) **ও কোটা সংশোধন**	website-এ পূরণকৃত আবেদন ফরমের যে কোন তথ্য, নির্বাচিত কলেজ/মাদরাসা, কোটা ও পছন্দক্রম সংশোধন বা পরিবর্তন করতে চাইলে আবেদনকারীকে Application ID এবং Password সঠিকভাবে এন্ট্রি করে Login পূর্বক পূর্বের নিয়মেই **কলেজ/মাদরাসা পছন্দক্রম** (Priority) অথবা কোটা পরিবর্তন করতে পারবে।
আবেদন ফরম চূড়ান্তকরণ	সঠিক তথ্যসহকারে ফরম পূরণ করে প্রথমে **Save** করে অনলাইনে Submit করলে আবেদনকারী তার নাম, Application ID এবং Password ও কলেজে/মাদরাসার নাম ও পছন্দক্রমসহ একটি নতুন আবেদন ফরম website-এ দেখতে পাবে। প্রয়োজনে আবেদনকারী উক্ত ফরমটি Download করে A4 (8.5”×11”) অফসেট সাদা কাগজে প্রিন্ট (Print) নিতে হবে- তবে **এটি সংশ্লিষ্ট কলেজ/মাদরাসাসমূহে জমা দিতে হবে না।**
রিলিজ স্লিপের ফলাফল	**রিলিজ স্লিপের আবেদকারীদের ভর্তির ফলাফল পুর্বে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ করা হবে এবং ফলাফল নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করা হবে। ভর্তির ফলাফল আবেদনজকারীদেরকে** SMS-**এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়াও, শিক্ষার্থীরা ওয়েবসাইট** (www.xiclassadmission.gov.bd) **থেকে জানতে পারবে।**
চূড়ান্ত ভর্তি	**কোন শিক্ষার্থী রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে তার নির্বাচিত কলেজে/মাদরাসায় গ্রুপ/শিফট /ভার্সন বরাদ্দ পেলে**

ধাপসমূহ	করণীয়
	website (www.xiclassadmission.gov.bd)-থেকে ভর্তির আবেদন ফরম প্রিন্ট করে নিতে পারে অথবা শুধুমাত্র তার মোবাইলে SMS পাঠানো বার্তা নিয়ে কলেজে/মাদরাসায় গেলে কলেজ/মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তা যাচাই করে ভর্তি নির্দেশ দান করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, রিলিজ স্লিপে আ্যাবেদনকারী শিক্ষার্থীদের কলেজ/মাদরাসা পরিবর্তনের কোন সুযোগ থাকবে না।

৮। সংশ্লিষ্ট কলেজ/মাদরাসা কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়সমূহ:

ধাপসমূহ	করণীয়
লগইন (Login)	প্রতিটি কলেজ/মাদরাসা কে অনলাইনে আলাদাভাবে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূর্বে বোর্ডের বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত কলেজ/মাদরাসার User ID ও Password ব্যবহার করে website (www.xiclassadmission.gov.bd)- লগ-ইন করতে হবে।
আবেদনকারীদের তথ্য, নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা এবং ভর্তির ফলাফল Download করণ	সংশ্লিষ্ট কলেজ/মাদরাসা ঐ কলেজে/মাদরাসায় ভর্তির জন্য নির্বাচিত আবেদনকারীদের (গ্রুপ/শিফট/ভার্সন অনুযায়ী) তথ্য দেখার ব্যবস্থা থাকবে। বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত ফলাফল ভর্তির ওয়েবসাইট (www.xiclassadmission.gov.bd)-থেকে Download করার ব্যবস্থা থাকবে। উন্নয়নকৃত সফট্ওয়্যার সিস্টেমটিতে প্রত্যেকটি কলেজ/মাদরাসা তার মোট আবেদনকারীর সংখ্যা, গ্রুপ/শিফট /ভার্সন অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ও সংখ্যা, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা এবং বর্তমানে খালি আসনের সংখ্যা দেখার ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়াও, ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদেরকে নিশ্চয়নের ব্যবস্থা থাকবে।
বিশেষ কোটার আবেদন শিক্ষার্থীদের কোটা প্রাপ্তির দলিলাদি যাচাইকরণ	বিশেষায়িত কলেজসমূহে বিশেষ কোটায় (SQ) আবেদনকৃত শিক্ষার্থীরা বিশেষ কোটা প্রাপ্তির বিষয়ে উপযুক্ত প্রমানাদি/দলিলাদিসমূহ ১৯ জুন ২০১৫ইং তারিখে মধ্যে উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজ/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জমাদান করবে। সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহ শিক্ষার্থীদের দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাইপূর্বক অন-লাইনে বিশেষ কোটা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চত করবে।
ভর্তি আবেদন ফরম সংগ্রহ অথবা SMS যাচাইকরণ	সংশ্লিষ্ট কলেজ/মাদরাসার ভর্তি কমিটি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির জন্য প্রিন্টকৃত আবেদন পত্র জমা অথবা শিক্ষার্থীদেরকে পাঠানো SMS যাচাইকরণ পূর্বক ভর্তির জন্য নির্দেশ দান করবেন। অতঃপর আবেদনকারী শিক্ষার্থী কলেজে/মাদরাসার ভর্তি ফি জমাদান করে ভর্তির কাজ সম্পন্ন করবে। প্রয়োজনে কলেজ/মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বোর্ড থেকে ইস্যুকৃত Original মার্কস সীট শিক্ষার্থী থেকে নিয়ে সংরক্ষণ করবেন।
ভর্তি নিশ্চায়ন	ভর্তির জন্য নির্বাচিত যে সকল শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট কলেজে/মাদরাসায় নির্ধারিত ভর্তি ফি জমাদান করেছে, তাদেরকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজ/মাদরাসা শিক্ষার্থীদেও ভর্তির নিশ্চায়ন করবেন। নিশ্চয়ানের ক্ষেত্রে ভর্তি কমিটিতে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তার নিকট সিস্টেম থেকে One Time Password (OTP) প্রদান করা হবে। শুধুমাত্র OTP ব্যবহার করে ছাত্র ভর্তি নিশ্চায়ন করা যাবে।
কোটায় নির্বাচিত প্রার্থীদের দাখিলকৃত দলিলাদি যাচাইকরণ এবং প্রার্থীদের ভর্তি নিশ্চায়ন	বিভিন্ন কোটায় নির্বাচিত আবেদনকারীদের যথাযথ দলিলাদি যাচাইকরণ ছাড়া কোন প্রকারই ভর্তি করানো যাবে না। ১। সরকারী /আধাসরকারী/ স্বায়িত্বশাসিত/ মিশনারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত কলেজ/মাদরাসা অথবা সমমানের প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোটা প্রযোজ্য হবে। বিশেষ কোটায় আবেদনকৃত শিক্ষার্থীরা বিশেষ কোটা প্রাপ্তির উপযুক্ত প্রমানাদি সংশ্লিষ্ট কলেজে/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ১৯ জুন, ২০১৫ তারিখের মধ্যে জমাদান করলে- জমাদানকৃত দলিলাদি যথাযথভাবে পরীক্ষণের পর বিশেষ কোটা প্রাপ্তির শিক্ষার্থীদেরকে ২০ জুন, ২০১৫ইং এর মধ্যে অন-লাইনে নিশ্চত করতে হবে। অন্যাথায় শিক্ষার্থী বিশেষ কোটার সুবিধা পাবে না। ২। অনুচ্ছেদ ৫.০ এ বর্ণিত নিয়মানুযায়ী (বিশেষ কোটা ছাড়া) কোন প্রার্থী কোটায় নির্বাচিত হলে- নির্বাচিত শিক্ষার্থীকে ঐ কোটার সম্পর্কিত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট কলেজ/মাদরাসা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে। কলেজ/মাদরাসা কর্তৃপক্ষ জমাদানকৃত দলিলাদি যথাযথভাবে যাচাইকরণের পর- তথ্য সঠিক হলেই প্রার্থীকে ভর্তির অনুমতি প্রদান করবেন। শিক্ষার্থী অন্যান্য আবেদনকারীদের ন্যায় ভর্তি ফি জমা পুর্বক

ধাপসমূহ	করণীয়
	কলেজে/মাদরাসায় ভর্তি হবে এবং কলেজ/মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তা অন-লাইনে নিশ্চায়ন করবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ভর্তির পর শিক্ষার্থীর কোন তথ্য অসত্য, ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমানিত হলে তার ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৯। ভর্তি, ক্লাস শুরু এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন ঃ

২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুসরন করতে হবে।

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
ক.	ভর্তির আবেদনপত্র / এসএমএস গ্রহণের তারিখ	০৬/০৬/২০১৫ থেকে ১৮/০৬/২০১৫
খ.	পুনঃনিরীক্ষনের ক্ষেত্রে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তাদের জন্য ভর্তির আবেদনপত্র/ এসএমএস গ্রহণের শেষ তারিখ	২১/০৬/২০১৫
গ.	ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৫/০৬/২০১৫
ঘ.	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ফি জমার শেষ তারিখ	৩০/০৬/২০১৫
ঙ.	ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১/০৭/২০১৫
চ.	বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ফি জমার শেষ তারিখ	২৬/০৭/২০১৫
ছ.	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ	০৯/০৮/২০১৫ থেকে ১৩/০৮/২০১৫
জ.	ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১/০৮/২০১৫
ঝ.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষার্থীর শাখা/বিষয় পরিবর্তনের ডিডি করার শেষ তারিখ	১০/০৯/২০১৫
ঞ.	শাখা/বিষয় পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থীর ডিডিসহ তালিকা বোর্ডে প্রেরনের শেষ তারিখ	১৭/০৯/২০১৫
ট.	পূরণকৃত eSIF Submission-এর তারিখ	২৭/০৯/২০১৫ থেকে ২৬/১০/২০১৫

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির পক্ষে
কলেজ/পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।